50-D

১।	গণশিক্ষা	১টি	১১০০.০০	৮৬০.১৪
২।	পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	২টি	২০২.৭৯	১৩৭.৭৪
৩।	শিক্ষা প্রযুক্তি ও উপকরণ	৫টি	১৫৭৯.১৬	১২৬০.৯৫
৪।	শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড	১টি ১টি	২৭৫.৭২	২৭৫.৭২
৫।	জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের পাইলট প্রকল্প	১টি	৬.০০	
৬।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্কার ও মেরামত	১টি	১০৬.০০	৯৯.৪০
৭।	গার্ল গাইডস এবং বয়েস স্কাউটস	১টি	২৮৪.৭৬	২৭৪.৭৬
৮।	টেকনোলজিস্টদের ২০৯.৯৪ প্রশিক্ষণ		১টি	৩৯৪.৮৪
		মোট ১৪টি	৩৯৪৯.২৭	৩১১৭.৮৫

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১৪টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৫টি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে, ৪টি প্রকল্প জুন ৯০ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত এবং বাকী ৫টি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকল্প খাতে 'বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড' শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১-৬-৮৮ ইং তারিখে 'একনেক' সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন '৯০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকল্পের মোট ব্যয় দাঁড়াইবে ১৮৪১.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ইহার মধ্যে ১১৮০.৬৮ লক্ষ টাকা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ঋণের আওতায় প্রকল্প সাহায্য বাবদ ব্যয় হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকে শিক্ষা উপকরণের প্রোটো টাইপ উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতে সহায়তা দান ইত্যাদি এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ব্যাপারে পরীক্ষা -নিরীক্ষা চলিতেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্তকাজ ও আসবাবপত্রের সরবরাহের কাজ (বিশ্ববিদ্যালয় এবং সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয় আইডিএ প্রকল্প বাদে) উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য 'ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট স্থাপন' প্রকল্পটি মোট ৭৫০.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত হইয়াছে। প্রকল্পটি জুন '৮৭ হইতে শুরু হইয়াছে এবং ইহা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্পিল ওভার হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এবং জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের কাজ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১১৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রথম প্রকল্পটির অধীনে ৩৩৫৮ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণ, যন্ত্রপাতি ও কলকজা ক্রয়, বই প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ, ছাত্র বৃত্তি ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের আওতায় সাঁটলিপির সহিত জড়িত ৬২৭ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে।

২৬.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্বলিত স্বাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে। প্রকল্পটি ১৯৮৬-৮৭ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও বাস্তব কাজ ১৯৮৭-৮৮ সালে শুরু হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হইল-(ক) জুন-১৯৯০ সালে দেশে ১১-৪৫ বৎসর বয়সসীমার মানুষদের বর্তমান স্বাক্ষরতার হার নির্ধারিত স্থানসমূহ ৩০% হইতে ৪৬% উন্নীত করা এবং ২০০০ সাল নাগাদ স্বাক্ষরতার হার নির্ধারিত ৬০% উন্নীতকরণ। বর্তমান ও ভবিষ্যতে স্বাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক অবকাঠমো প্রতিষ্ঠা করা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৮৬০.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।